অদ্ভুত রহস্য গল্প

# কালো বিড়াল লাল চোখ

নাসির আহমেদ কাবুল

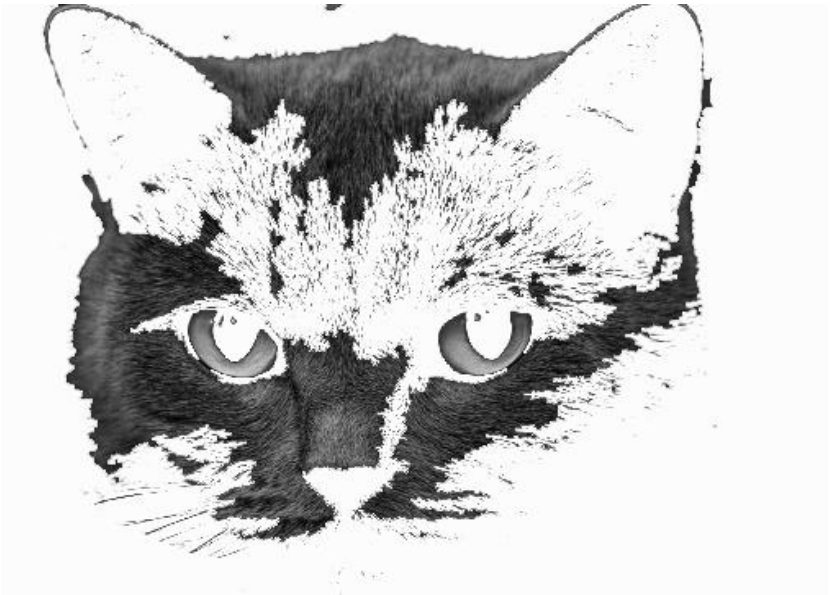

জলছবি প্রকাশন

অদ্ভুদ রহস্য গল্প

# কালো বিড়াল লাল চোখ

নাসির আহমেদ কাবুল

স্বত্ব
হোসনে আরা আহমেদ

**প্রথম প্রকাশ**
একুশে বইমেলা, ২০১৯

**প্রকাশক**
একেএম নাসির উদ্দিন আহমেদ

**জলছবি প্রকাশন**
অস্থায়ী কার্যালয়
১১২, আবদুল আজিজ মার্কেট, শাহবাগ, ঢাকা
ফোন : ০১৮১৭১২৭৮০৭, ০১৯১৫৬৮৪৪৩৪
Email : jalchhabi2015@gmail.com

**ISBN : 978-984-93261-7-5**

**প্রচ্ছদ**
নবী হোসেন
অলংকরণ সংগৃহীত

মূল্য : ১৫০ টাকা

**পরিবেশক**

**ম্যাগনাম ওপাস**
১১২, আজিজ সুপার মার্কেট (বেজমেন্ট)
ঢাকা-১০০০

**অনলাইন পরিবেশক**

রকমারি.com
**www.rokomari.com**
ফোন : ১৬২৯৭

**Kalo Biral Lal Chokh**, Written by **Nasir Ahmed Kabul**
Published by AKM Nasiruddin Ahmed, Jalchhabi Prokashon, Dhaka
Published in Ekushye Boimela 2019, Price Taka 150, US $ 5

# উৎসর্গ

**প্রিয়বরেষু বন্ধু সুজন**
কবি ও কথাসাহিত্যিক সঞ্জয় মুখার্জ্জী–
যার উপস্থিতি আমার একাকীত্ব
দূর করে–অনুপ্রাণিত করে...

## লেখকের প্রকাশিত আরও কিছু বই

হলুদ বৃন্ত লাল গোলাপ (উপন্যাস)
জনারণ্যে একাকী (কবিতাগ্রন্থ)
এই বসন্তে তুমি ভালো থেকো (কাব্যগ্রন্থ)
অপারেশন রেসকিউ (মুক্তিযুদ্ধের কিশোর উপন্যাস)
দীপুর হাতের গ্রেনেড (মুক্তিযুদ্ধের কিশোর উপন্যাস)
হৃদয়ের একূল ওকূল (উপন্যাস)
পাথর সময় (উপন্যাস)
কৃষ্ণ তিথির চাঁদ (উপন্যাস)
একজন মুক্তিযোদ্ধার গল্প (মুক্তিযুদ্ধের উপন্যাস)
পাঁচ গেরিলার মুক্তিযুদ্ধ (কিশোর উপন্যাস)
অনিন্দ্য এবং একটি কুকুর (শিশুতোষ গল্প)

## সম্পাদিত গ্রন্থ

কোমল গান্ধার (কবিতাগ্রন্থ)
মুক্তিযুদ্ধ ও অন্যান্য গল্প (ছোটগল্প গ্রন্থ)
খোলা জানালা (গল্প ও কবিতাগ্রন্থ)
খেঁকশিয়াল ফুলপরী ও বাজপাখির গল্প (শিশুতোষ গল্পগ্রন্থ)
নির্বাচিত ছোটদের গল্প (গল্পগ্রন্থ)
তিন রসিকের হাসির গল্প (ছোটদের গল্পগ্রন্থ)

# লেখকের কথা

রহস্য গল্পের ব্যাপারে শিশু-কিশোরদের খুব আগ্রহ লক্ষ্য করেছি। ওদের বয়সে এটাই স্বাভাবিক। অনেকে আবার ভূতের গল্পের বইও পড়তে চায়। কিন্তু অভিভাবকরা সন্তানের হাতে ভূতের বই তুলে দিতে চান না। কেন ভূতের গল্প পড়তে দিতে চাইবেন না, বিষয়টি আমার কাছে পরিষ্কার নয়। তবে রহস্য গল্পের ব্যাপারে কোন অভিভাবকেরই অনীহা বা আপত্তি লক্ষ্য করিনি। রহস্য গল্প সব শ্রেণীর এবং সব বয়সের পাঠকের প্রিয় একটি বিষয় বলেই হয়তো এমন ভাবনা।

শিশু-কিশোর এবং সব বয়সী পাঠকের চাহিদা মেটাতে বছরের শুরুতে একটি রহস্য গল্পের বই প্রকাশের জন্য বেশ কিছু গল্প সংগ্রহ ও অনুবাদ করে সম্পাদনার কাজ শেষ করেছিলাম। এরপর প্রচ্ছদ শিল্পী নবী হোসেনকে বললাম 'রহস্য গল্প' শিরোনামে একটি প্রচ্ছদ আঁকার জন্য। নবী হোসেন প্রথমে আমাকে যে প্রচ্ছদটি পাঠালো, সেটি রহস্য গল্পের প্রচ্ছদ না হলেও ভূতের বইয়ের জন্যে একটি চমৎকার প্রচ্ছদ হয়েছিল। তাকে বিষয়টি বুঝিয়ে বলার পর সে যে প্রচ্ছদটি পাঠিয়েছে (এই বইয়ে ব্যবহৃত প্রচ্ছদ) তাতে গল্পের বইয়ের নাম পরিবর্তন করার সিদ্ধান্ত নিলাম। বইয়ের নাম পরিবর্তন করে 'কালো বিড়াল লাল চোখ' নামকরণ করলাম। এবার 'কালো বিড়াল লাল চোখ' নামে একটি গল্প লিখে ফেললাম। এরপর ভাবলাম বিভিন্ন লেখকের গল্পের বইয়ের সংকলন প্রকাশ না করে নিজের লেখা একটি মৌলিক গল্পের বই প্রকাশ করলে কেমন হয়। সেই ভাবনা থেকে একে-একে লিখে ফেললাম 'কালো বিড়াল লাল চোখ', 'অদ্ভুত এক আগন্তুক', 'অদ্ভুত বাক্স ও পদ্মগোখরো' এবং 'একটি রাতের গল্প'। কয়েকটি ভূতের গল্পও যোগ করা হয়েছে বইটিতে। তবে এগুলো নিরেট ভূতের গল্প নয়, এগুলোর মধ্যে অতিপ্রাকৃতিক কিছু রহস্য আছে।

বইটি শিশু-কিশোর এবং সব শ্রেণী ও বয়সের পাঠকের ভালো লাগলে প্রচেষ্টা সার্থক হয়েছে মনে করবো।

**নাসির আহমেদ কাবুল**
৯ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯

# সূচি


| | | |
|---|---|---|
| কালো বিড়াল লাল চোখ | ... | ৯ |
| অদ্ভুত এক আগন্তুক | ... | ১৪ |
| ভূতের সঙ্গে সংলাপ | ... | ২১ |
| ভূতের সঙ্গে একরাত | ... | ৩০ |
| রহস্যময় গুপ্তধন | ... | ৩৮ |
| অদ্ভুত বাক্স ও পদ্মগোখরো | ... | ৪৪ |
| একটি রাতের গল্প | ... | ৪৯ |
| একটি অলৌকিক আংটি | ... | ৫৬ |
| এবং একটি সত্য ঘটনা | ... | ৬১ |

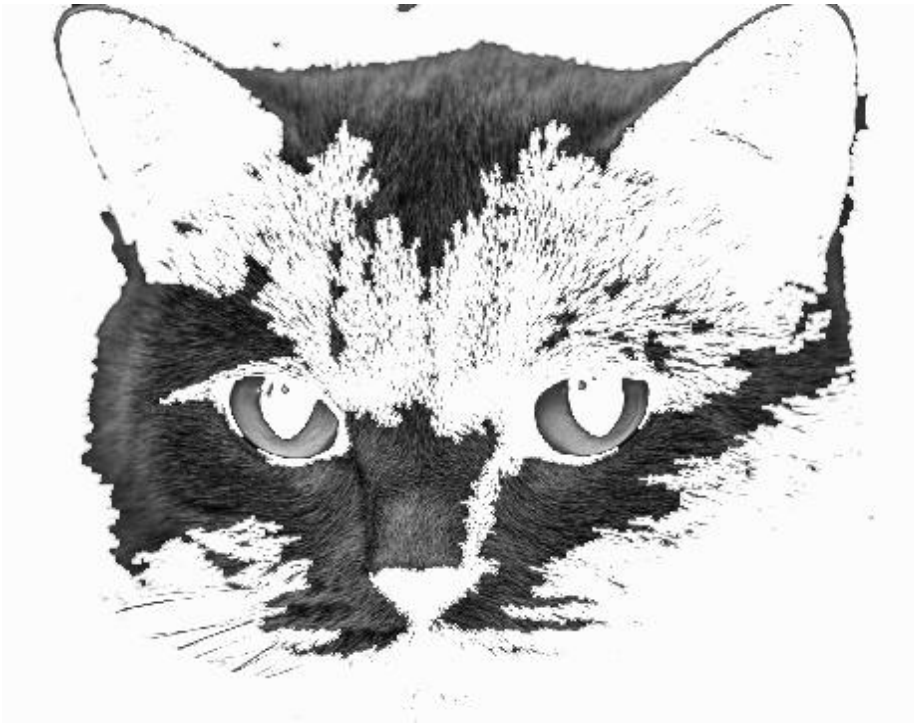

# কালো বিড়াল লাল চোখ

নীতিশ বাবুর নতুন চাকরি। মফস্বল শহরে প্রথম পোস্টিং তার। ব্যাচেলর নীতিশ বাবু ব্যাগ ও একটি ফোল্ডিং বিছানা নিয়ে চাকরিতে যোগদানের জন্য রওয়ানা হলেন। দূরের পথ। রাত গভীর। ট্রেন ছুটে চলছে গন্তব্যে। বৃষ্টি আর বজ্রপাতের শব্দে রাতটা তখন ভয়ানক রূপ নিয়েছে।

নীতিশ বাবু শেষ স্টেশনের যাত্রী। রাত দশটার মধ্যেই কেবিন থেকে সহযাত্রী সবাই একে-একে নেমে পড়লে নীতিশ বাবু একাই পুরো রুমটা দখল করলেন। মনে মনে উচ্ছ্বসিত হলেন একা একটি রুম পেয়ে। ফুরফুরে মেজাজে জানালা দিয়ে বাইরে তাকালেন নীতিশ বাবু। বিদ্যুৎ চমকের আলোয় ভেজা গাছপালা ছাড়া আর কিছুই চোখে

পড়লো না তার। তবে মাঝে-মাঝে শিয়াল আর নিশাচর পাখির ডাক শুনতে পেলেন তিনি।

নীতিশ বাবু বই পড়তে ভালোবাসেন। বিশেষ করে রহস্য গল্প তার প্রিয় বিষয়। মাঝে-মধ্যে টুকটাক লেখেনও তিনি। বেশ কয়েকটি দৈনিকের সাহিত্য পাতায় তার লেখা প্রকাশিত হয়েছে। এ কারণে গা-ছমছম পরিবেশ তার খুব প্রিয়। এ ধরনের পরিবেশে তিনি গল্পের নতুন প্লট খুঁজে পান। তিনি ভাবলেন আজ আর ঘুমাবেন না তিনি। জেগে থাকবেন এবং বই পড়েই রাতটা কাটিয়ে দেবেন।

ট্রেন ছুটে চলছে। বইয়ের মধ্যে ডুবে আছেন নীতিশ বাবু। পড়তে-পড়তে কখন যেন তার দু-চোখে ঘুম নেমে এলো। বুঝি-বা ঘুমিয়ে পড়েছিলেন তিনি। হঠাৎ কোথায় যেন বিড়ালের 'মিঁউ' ডাক শুনতে পেলেন নীতিশ বাবু। ঘুম থেকে জেগে উঠলেন তিনি। খুব বিরক্ত হলেন। আবার চোখ বুজতে চেষ্টা করলেন। আবারও ঘুমের ঘোরে বিড়াল ডেকে উঠলো 'মিঁউ-মিঁউ-মিঁউ-মিঁউ... '।

নাহ, আর পারা যাচ্ছে না। বিড়ালটাকে তাড়াতে না পারলে স্বস্তি পাওয়া যাবে না এতোটুকু। চারদিকে তাকালেন তিনি। কিন্তু কোথাও কোন বিড়াল দেখতে পেলেন না নীতিশ বাবু। মনে-মনে ভাবলেন, ট্রেনের বন্ধ কামড়ায় বিড়াল আসবে কোত্থেকে? নিশ্চয়ই তিনি ভুল শুনছেন। হয়তো হেলুসিনেশন। ডাক্তারের পরামর্শে ট্রাঙ্কুলাইজার জাতীয় ওষুধ নিয়মিত খেতে হয় তাকে। হেলুসিনেশন ওই ধরনের ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া। আবারও পড়ায় মন দিলেন নীতিশ বাবু।

সময় বয়ে যায় ঘড়ির কাঁটায়। নীতিশ বাবু গল্পের মধ্যে ডুব দেন। ''...একদিন একটি ভাঙ্গাচোরা বাড়িতে এক সাংবাদিক ভূত দেখবেন বলে রাতের বেলা উপস্থিত হলেন। বাড়িটা খুব পুরনো ও সেকেলে। তবে একজন কেয়ারটেকার আছে বাড়ির জন্য। কে তাকে নিয়োগ দিয়েছে, কেউ তা জানে না। তবে নিজেকে সে বাড়ির কেয়ারটেকার বলে পরিচয় দিয়ে আসছে অনেক বছর যাবত। নীচতলায় ছোট্ট একটি কক্ষে তার বাস। লোকটিকে দেখে বয়স কতটা আন্দাজ করা কঠিন।

মাথায় চুল নেই, দাড়ি-গোফ নেই। চোখ দুটি কোটরের মধ্যে খুঁজে পাওয়া কঠিন। একপাটি দাঁত জং ধরা। হি-হি করে হাসতে-হাসতে এগিয়ে এসে সাংবাদিককে শুধালো, সাহেবের বুঝি ভূত দেখার খুব সখ?

সাংবাদিক বললেন, না-না তেমন কিছু নয়।

লোকটি বললো, তাহলে ভূতের বাড়িতে এলেন কেন?

–ভূতের বাড়ি বুঝি?

–লোকে তো তাই বলে।

–আপনি কী বলেন, এখানে ভূত থাকে?

লোকটি এ কথার কোন উত্তর না দিয়ে বাগানের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। হঠাৎ একটি কালো বিড়াল দৌড়ে এসে অদ্ভুত চোখে সাংবাদিকের দিকে তাকিয়ে ডেকে উঠলো-মিঁউ!...'' গল্পের এখানটায় আবারও বিড়ালের 'মিঁউ' ডাক শুনতে পেলেন নীতিশ বাবু। নীতিশ বাবু শিহরিত হলেন। গায়ে পশমগুলো দাঁড়িয়ে গেল। মুখ শুকিয়ে কাঠ হল। ব্যাগের পকেট থেকে বোতল নিয়ে ঢক-ঢক করে পানি খেলেন তিনি। তারপর সতর্ক দৃষ্টি মেললেন চারদিকে। এবার অবিরত বিড়ালের অস্পষ্ট ডাক শুনতে পেলেন তিনি।

ট্রেনের জানালার দিকে তাকালেন নিতীশ বাবু। হঠাৎ বুকটা ধক করে উঠলো তার। জানালার পাশেই একটি বিড়াল দেখতে পেলেন তিনি। কালো রঙের বেশ মোটাসোটা একটি বিড়াল। মেয়েরা যেমন মাথায় ঘোমটা দেয়, তেমনি ঘোমটা পরা বিড়ালটির চোখ দুটি টকটকে লাল। বিড়ালটি নীতিশ বাবুর দিকে তাকিয়ে একটানা ডেকে যাচ্ছে মিঁউ-মিঁউ-মিঁ...উ...।

জ্ঞান হারিয়ে ফেললেন নীতিশ বাবু। যখন জ্ঞান ফিরে পেলেন তখন তার মনে হলো অনেক লোক তার চারপাশে ঘিরে আছে। কতজনে কত কথা জিজ্ঞেস করছে- কী হয়েছিলো আপনার? কেন জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলেন? আপনি কি অসুস্থ? কোথায় যাবেন এখন, ইত্যাদি-ইত্যাদি প্রশ্নে দিশেহারা হয়ে পড়লেন তিনি। নীতিশ বাবু কারও প্রশ্নের কোন উত্তর দিতে পারলেন না। কীভাবে উত্তর দেবেন? সত্যিকার অর্থে ট্রেনের কামড়ায় নীতিশ বাবু ছাড়া আর তো কেউ নেই! তাহলে এতো এতো লোকের উৎকণ্ঠিত কণ্ঠস্বর কীভাবে শুনতে পেলেন তিনি? নীতিশ বাবুর এর উত্তর জানা নেই। তিনি খুব ভয় পেলেন। ভয়ার্ত চোখে তিনি ট্রেনের জানালার দিকে তাকালেন আবার। তখনও তিনি বিড়ালটিকে দেখতে পেলেন জানালার পাশে তেমনি ঘোমটা দিয়ে তাকিয়ে আছে তার দিকে!

নীতিশ বাবু 'না-না' বলে দুই কান চেপে ধরে আবারও জ্ঞান হারিয়ে ফেললেন।